Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 268 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 268 - 275
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা উপন্যাসে মির্জা গালিবের জীবন ও দর্শন

সায়ন মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sayan.great94@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
Mirza Ghalib, Poetry, Artist's Life, Bengali Literature, Time, History, Bengali Novel, Portrayal of A Life.

Abstract
Mirza Ghalib was an Indian poet. He primarily wrote poetry in Urdu and Persian. He was a poet in the Mughal royal court, and the Mughal Emperor Bahadur Shah II accepted him as an Ustad. His poetry, letters, and other writings are treasures of Indian literature. Although he was an Urdu poet, he is very popular among Bengalis. Due to Urdu being an official language, there is a long history of Urdu and Persian studies among Bengalis. Although Mirza Ghalib visited Bengal in the early 19th century, the tradition of studying his poetry became noticeable from the mid-20th century. However, this tradition did not stop at translations alone. Novels have been written in Bengali, centered on Mirza Ghalib's diverse artistic life. These novels present not only his poetry, lifestyle, and philosophy but also capture the essence of his life as an artist. Along with portraying the man and poet Mirza Ghalib, these novels also delve into his era, political situations, and the broader history of the time.

Discussion

মানুষ যখন প্রথম গুহাচিত্রের অঙ্কন করল সেই সময় থেকে শিল্পের শুরু, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শিল্প সত্তার জন্ম। এই সময় রেখা থেকে দেখলে বলতে পারি মানুষই শিল্পের ধারক বাহক। সভ্যতা যত এগিয়েছে মানুষের চেতনার অগ্রগতি হয়েছে, শিল্পের সাবলীল স্ফূরণ হয়েছে। সভ্যতার শুরুর বা ওই গুহাচিত্রের অঙ্কনের সময়কাল থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত শিল্পের বিবর্তন হয়েছে— দেখা গিয়েছে শিল্পের বিভিন্ন রীতি। মানুষ যত ভাবতে শিখেছে ততই সে শিল্পকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করেছে নিজের মতো করে। চিত্ররূপ থেকে ভাস্কর্য হয়ে ধীরে ধীরে একসময় মানুষ ভাষাকে মাধ্যম করেছে, সেই ভাষাকেও এক সময় লিখিত রূপ দিয়েছে— অনতিক্রমে জন্ম হয়েছে সাহিত্যের। সাহিত্য যে শিল্পের দোসর বা সাহিত্য যে নিজেই এক পরিপূর্ণ শিল্প সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যিনি সাহিত্য রচনা করেন তিনিও শিল্পী এবং এই শিল্পীর চিন্তা, মনন, মেধা, যাপন, দর্শন সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করে চলে। সাহিত্যের সঙ্গে তাই শিল্পী বা মানুষ গোড়ার সময় থেকেই আষ্টেপৃষ্ঠে যুক্ত। বিশেষত একটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন সাহিত্যের অন্যতম আকর উপাদান মানুষ। সাহিত্যিক একজন মানুষ, যার চিন্তা, চেতনা, দর্শনে রচিত হচ্ছে সাহিত্য, আর সেই সাহিত্যের বিষয়-আশয় সেও মানুষ ও তার পারিপার্শ্ব সময়কে ঘিরেই তৈরি হচ্ছে। যে আদিম মানব গুহার দেওয়ালে ছবি এঁকেছিল, তার মনন, স্মৃতি, প্রকাশ করবার ইচ্ছায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 268 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেই চিত্রশিল্পের মধ্যে ধরা আছে— সৃষ্টির আড়ালেই শিল্পীর অবস্থান। তেমনই সাহিত্যের যে কোনও শাখার যে কোনও রচনার আড়ালে আছে তার রচনাকার ও তার জীবন।

সময় একটি বিস্ময়কর ও পরিবর্তনশীল স্রোত, যা কিছু পূর্বের বয়ে নিয়ে চললেও এগিয়ে চলে বদলাতে বদলাতে। সময় স্রোতের মধ্যে মধ্যে মানব সভ্যতা প্রথমে কথা বলতে শিখল, ধীরে ধীরে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। লিপিবদ্ধ করতে করতেই জন্ম হল সাহিত্যের। সভ্যতার এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের বিবর্তন ঘটে চলল, এই বিবর্তন ছিল স্বাভাবিক। সাহিত্যের অঙ্গনে তার শাখা-প্রশাখা যেমন বেড়ে চলেছে তেমনই এসেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা সভ্যতার ইতিহাসে। বিশ্বময় সাহিত্যের অঙ্গনে সেসব সাহিত্যিকের উপস্থিতি। ভারতীয় উপমহাদেশে এক বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ড, প্রাচীন সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন রকম শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন শক্তিশালী শিল্পী সাহিত্যিকেরা। ভারতীয় সাহিত্য তার বিভিন্ন ধারা নিয়ে বিশ্বের দরবারে স্বমহিমায় পরিচিতএবং প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় উপমহাদেশের এমনই একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি মির্জা অসদুল্লাহ খাঁ গালিব ওরফে মির্জা গালিব।

হোগা কোয়ি অ্যায়সা ভি কে গালিব কো না জানে
শায়ের তো ও আচ্ছা হ্যায় পে বদনাম বহোত হ্যায়

… … …

গালিবকে চেনে না, এমন কেউও কি আছে?
কবি তো সে ভালোই তবে খুব বদনাম তার[১]

নিজের পরিচয় দিতে এমনই শের লিখে রেখে গিয়েছিলেন উর্দু সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবি মির্জা গালিব। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা শহরে নানিহালে জন্ম তাঁর, পূর্বপুরুষ দাদা (ঠাকুরদা) কুকানবেগ খাঁ ভারতবর্ষে এসেছিল তুর্কস্তান থেকে।[২] পূর্বপুরুষ ছিল যোদ্ধা, হাতে ছিল তরবারি, গালিব তুলে নিয়েছিলেন কলম। যখন জন্মাচ্ছেন তখনও পিতা আবদুল্লাহ বেগ খাঁ কোনও যুদ্ধক্ষেত্রের দায়িত্বে, শৈশবেই হারাচ্ছেন পিতাকে।[৩] পিতার অবর্তমানে অভিভাবক ছিলেন চাচা নসরুল্লাহ বেগ খাঁ, তিনিও মারা যান মির্জার পাঁচ বছর বয়সের সময়।[৪] এভাবেই শৈশবেই একরকম এতিম হয়ে পড়েন মির্জা। কিন্তু এই অভিভাবকহীন জীবনও একরকম মসৃণ চলতে থাকে পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া জায়গিরের টাকায়। অল্প বয়স থেকেই মির্জা গালিব ছিলেন শিক্ষা ও কাব্যচর্চার প্রতি মনোযোগী। শৈশবে ঘুড়ি ওড়ানো আর দাবা খেলার প্রতি ছিলেন আসক্ত। সেই ঘুড়ি ওড়ানো নিয়েই আট বছর বয়সে প্রথম কবিতা লিখে অবাক করেছিলেন শিক্ষককে। এরপর তেরো বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং সেই সূত্রেই আগ্রা ছেড়ে চলে আসতে হয় দিল্লিতে।[৫] জীবনের সিংহভাগ কেটে যায় শহর দিল্লিতে। এই দিল্লি শহরে বল্লিমারাণ থেকে কাসিম জানের গলিতেই অসদুল্লাহ হয়ে ওঠেন মির্জা গালিব।

কবি মির্জা গালিবের জীবন বড় বৈচিত্রময় এবং ঘটনাবহুল। প্রথমত, কবি গালিবের জন্মের পটভূমি। ১৭৯৭, যখন তাঁর জন্ম হয়, সেই সময়টা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটনাবহুল এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিনের মুঘল শাসনের অবস্থা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে তথৈবচ। ভারতবর্ষ জুড়ে আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুত্থান ঘটছে, ব্রিটিশ শক্তি বাণিজ্য করতে এসে ধীরে ধীরে প্রশাসনিক শক্তির অনেকখানি করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বোপরি একটা বদলের কাল শুরু হয়েছে। অথচ অপরদিকে রয়ে গেছে দীর্ঘ শিল্প, সাহিত্য চর্চার ঐতিহ্য, মেজাজ। তখনও জীবিত আছেন মীর তকি মীর, মির্জা সওদার মতো বিশিষ্ট কবি জন। মির্জা গালিব জন্মাচ্ছেন এই পটভূমিতে এবং নিজের যাপন কালের মধ্যে দিয়ে দেখছেন কীভাবে ভেঙে শেষ হচ্ছে এক শাসন ব্যবস্থা, সংস্কৃতি। এরমধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটছে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ, যার কেন্দ্র দিল্লি শহরে ও মোগল সাম্রাজ্য। সিপাহীদের দিল্লি দখল, পুনরায় ইংরেজদের দিল্লি বিজয়, তারপর পুরোনো কাঠামোর খোলনোলচে বদলে ব্রিটিশ কর্তৃক নতুন শাসন ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন এই সব কিছুর সাক্ষী মির্জা গালিব। এমনকী ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের এই ঐতিহাসিক পালাবদলের দিনগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন মির্জা গালিব তাঁর দীনপঞ্জিতে।[৬]

ঐতিহাসিক পটভূমির পাশাপাশি মির্জা গালিবের ব্যক্তিগত জীবনও ভীষণরকম বৈচিত্র্যময়। নিতান্ত শৈশবে এতিম হওয়া তথা অভিভাবকহীন হয়ে পড়া। অথচ, নানাজানের দৌলতে ও পিতৃপুরুষের রেখে যাওয়া সম্পদের দৌলতে অল্পবয়স

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 268 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থেকেই রপ্ত করছেন সেকালের অভিজাত শ্রেণির জীবন-যাপনের আদব কায়দা। মাত্র তেরো বছর বয়সে একরকম নিজের অমতেই তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয় উমরাও জানের সঙ্গে। এই বিবাহের সূত্র ধরে পরিবার রেখে, শৈশব রেখে আগ্রা থেকে তাঁকে চলে আসতে হয় দিল্লিতে। কখনোই তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কে সুখের সন্ধান মিলল না। দিল্লি আসার পর প্রথম কিছুদিন শ্বশুরবাড়ি থাকা, পরবর্তীতে ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন মির্জা গালিব। আবার মির্জা গালিবের কবি হয়ে ওঠার পথও মসৃণ ছিল তা নয়। তিনি প্রথম লিখতে শুরু করেছিলেন ফার্সিতে এবং গুরু মনে করতেন ফার্সি কবি বেদিলকে।[৭] এবং বেদিলের ঢঙে কবিতা লিখতে শুরু করেন। যা সমকালীন পাঠকের জন্য অনুকূল ছিল না, ফলে প্রশংসার পরিবর্তে গালিবের কপালে জোটে সমালোচনা। এইসবের পাশাপাশি মির্জা আসক্ত হয়ে পড়েন মদ ও তওয়ায়েফদের প্রতি। তৎকালীন দিল্লির তওয়ায়েফ মহলে গালিব ও তাঁর গজল মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত। তবে মির্জার জীবনে সব থেকে বেশি আঘাত এনেছিল সেটি বোধহয় মৃত্যু। অল্প বয়সে বাবা, চাচা, মা-কে হারান, যৌবন থেকে পৌঢ়ত্বে পৌঁছানোর মধ্যে হারান নিজের ছয়টি সন্তান। উমরাওজানও গালিবের ছয়টি সন্তান কেউ এক বছরও বাঁচেনি। এমনকী সিপাহী বিদ্রোহের শেষ লগ্নে হারান পাগল হয়ে যাওয়া একমাত্র ভাই ইউসুফকেও। একের পর এক মৃত্যু আঘাতে আঘাতে বিধ্বস্ত করেছিল গালিবকে। এসব ছাড়াও আজীবন সঙ্গ ছাড়েনি আর্থিক অনটন। দিল্লি আসার কিছুকাল পর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হতে পারেননি। আজীবন থেকেছেন ভাড়া বাড়িতে, একটি নিজস্ব বাড়ির আকাঙ্ক্ষা করে গেছেন আমৃত্যু।[৮]

এমন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল পটভূমি ও জীবন দুঃখের মধ্যে যাপন করেও মির্জা গালিবের সাহিত্যচর্চা কখনোই থেমে থাকেনি। ফার্সি ও উর্দু দুই ভাষায় সমান ভাবে রচনা করে গেছেন শের, গজল, গদ্য (দিনলিপি, চিঠিপত চিঠিপত্র)। প্রথাগত ধর্মকে মানেননি কখনও, ধর্মীয় ঘেরাটোপের বাইরে থেকেও সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রেখেছেন। সময়ের থেকে এগিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন এবং বলেছেন। চিরাচরিত কাব্যিক রীতির আগল ভেঙে নতুনের ছোঁয়া এনেছেন কাব্যে।[৯] মির্জা গালিবের শিক্ষা, দর্শন মৃত্যুর দেড়শো বছর পরেও আমাদের ভাবায়, তাঁর সৃষ্টি আজও আমরা মুগ্ধ হয়ে পাঠ করি। কবি মির্জা গালিব থেকে ব্যক্তি মির্জা গালিব আজও সমান ভাবে আলোচ্য।

শিল্প-সাহিত্য কখনোই ভাষার বা আঞ্চলিক সীমারেখায় বন্দী থাকে না। ২০২০ সালে গোল্ডেনগ্লোব ও অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্রকার 'Bong Joon ho' তাঁর বিজয়ী বক্তৃতায় বলেছিলেন 'Once you overcome the one-inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films.'[১০]এই বক্তব্যটি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, একজন সহৃদয় পাঠক সব সময় ওই বেরিয়ার বা সীমারেখা পার করে যায় সাহিত্যের রসের সন্ধানে। আবার সাহিত্যস্বীয় উৎকৃষ্টতার কারণে সীমারেখা পার করে ছড়িয়ে বৃহৎ পাঠক সমাজে। মির্জা গালিবের ও তাঁর কাব্যের সৌরভ তাই উর্দু ফারসির সীমারেখা পার করে পুরো ভারতবর্ষের ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা ও বাঙালি পাঠক সমাজ ব্যতিক্রম নয়। তবে কিছু অনুকূল কারণ অবশ্যই ছিল। যেমন, মির্জা যে সময় লেখালেখি শুরু করছেন তার বেশ কিছু কাল পূর্বেই উর্দু রাজভাষার মর্যাদা পেয়েছে, অবশ্যই তা মুঘল দরবারে। রাজভাষা হওয়ার দরুন উর্দুর চর্চা ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও বেশ ছিল। এই শাসনতান্ত্রিক কারণেই বাংলাদেশেও উর্দু ও ফারসির চল ছিল। পাশাপাশি মির্জা গালিব ব্যক্তিগত কাজে দুই বছর কলকাতায় বসবাস করেছিলেন, সেসময় ব্যক্তিগত কাজের থেকে তিনি সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চায় মেতেছিলেন এবং সাহিত্যকেন্দ্রিক বিতর্কে জড়িয়েছিলেন।[১১] এছাড়াও আরেকটি বিষয় স্মর্তব্য, উর্দু সাহিত্য ও ভারতীয় সংগীতের একটা বিশেষ শাখা গজল, যদিও গজলের জন্ম আরব দেশে কিন্তু গজলের পরিচিতি প্রতিষ্ঠা উর্দু ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে। আর ভারতবর্ষে গজলের এই প্রতিষ্ঠার পিছনে যে সব কবিরা অগ্রণী ভূমিকা আলনা করেছিল তাঁদের মধ্যে মির্জা গালিব অন্যতম। আর মির্জা গালিবের পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষায় গজল রচনা শুরু হয়। সুতরাং কাব্যগুণ হোক বা অন্যান্য কারণ মির্জা গালিব বঙ্গদেশে অপরিচিত নন। সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া যায় বাংলাভাষা ও মানসে মির্জা গালিব চর্চার ইতিহাস বেশ পুরানো।

বাংলা লোক মানসে ও ভাষায় মির্জা গালিবের পরিচিতির প্রাথমিক সূত্র এভাবেই। এগুলি ছাড়ায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যে গালিব-চর্চা বিরল নয়। বাংলা ভাষার কবি, সাহিত্যিকদের কলমে গালিবের কাব্য উঠে এসেছে বারংবার, আবার বিভিন্ন বাঙালি গবেষকদের মির্জা গালিবের জীবন ও কাব্য নিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা কর্মের সন্ধান মেলে। সুতরাং বাংলা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 268 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাষা ও সাহিত্যে গালিব-চর্চা দুইরকম ভাবে, প্রথমত মির্জা গালিবের কাব্যের অনুবাদ, দ্বিতীয় তাঁর জীবনীকেন্দ্রিকও গবেষণামূলক রচনা। মির্জা গালিবের কাব্যের অনুবাদ পুস্তক আকারে প্রথম প্রকাশ করেন আবু সৈয়দ আইয়ুব, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে গালিবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কাব্যের অনুবাদ করেন তিনি তাঁর 'গালিবের গজল থেকে' গ্রন্থে। মির্জা গালিব অনুবাদের ধারায় 'গালিবের গজল থেকে' বইটিকে বারবার স্মরণীয় হয়ে এসেছে। এরপর 'শ্রী সত্য গঙ্গোপাধ্যায়' ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'মির্জা গালিবের কবিতা' বইটিতে মির্জার কাব্যের অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে 'সুনীত মজুমদার' ও বিখ্যাত গজল গায়ক 'মণীরুদ্দিন ইউসুফ' কৃত গালিবের অনুবাদ স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে একটি অপূর্ব সংযোজন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গালিবের কবিতার অনুবাদ 'গালিবের কবিতা' বইটি। এই বইটি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও আয়ান রশীদের যৌথ উদ্যোগে। এই বইটির স্বাতন্ত্রতা এটা মির্জা গালিবের কবিতার উৎকৃষ্ট কাব্যিক অনুবাদ। আরও একটি উল্লেখযোগ্য মির্জা গালিবের অনুবাদ সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয় কবি শঙ্খ ঘোষ ও জ্যোতিভূষণ চাকীর সম্পাদনায় ২০০৪ সালে 'গালিব-নির্বাচিত কবিতা' শিরোনামে। এই বইটিতে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা সেনগুপ্ত, জয়দেব বসু, রাহুল পুরকায়স্থ, কমলেশ সেন, সুবোধ সরকার, কৃষ্ণা বসুর মতো বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গুণীজনেরা মির্জা গালিবের কবিতার অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সুখন্-এ-গালিব' প্রকাশিত হয়েছে ২০২০ সালে। এপার বাংলার গালিব অনুবাদের পাশাপাশি ওপার বাংলা 'বাংলাদেশ'-র গালিব-চর্চাও স্মর্তব্য। ওপার বাংলার মির্জা গালিব গবেষক ও অনুবাদক জাভেদ হুসেনের 'মির্জা গালিবের গজল' (২০২০), অনুবাদ ও কাব্যিক ব্যাখ্যা বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এছাড়া বুলবুল সরওয়ার রচিত 'হৃদয়ে আমার মির্জা গালিব' (২০১৬), শেখ মিরাজুল ইসলাম রচিত 'গালিবিয়াৎ' (২০১৭) প্রভৃতি অনুবাদ কর্মগুলি স্মরণীয়।

বাংলায় গালিব-চর্চায় অনুবাদের ধারার পাশাপাশি আরেকটি যে বিশেষ গালিব-চর্চা দেখা যায় সেটি মির্জা গালিবের জীবনকেন্দ্রিক আলোচনা, চিঠিপত্র, গদ্যও কাব্যিক ব্যাখ্যার ধারা। মির্জা গালিবের জীবন, কাব্য, গজল ব্যখ্যা নিয়ে প্রথম বইটি সাধন দাশগুপ্তের 'মির্জা গালিব' ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে। এই বইটিতে মির্জার গালিবের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ, ঐতিহাসিক পটভূমি, গজলের ব্যকরণ, উর্দু ছন্দ, গালিবের কাব্যের বেশ কিছু অনুবাদ আছে। এই বইটির প্রকাশের বছরেই অর্থাৎ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত গালিব গবেষক পুষ্পিত মুখোপাধ্যায় মির্জা গালিবের চিঠির সংকলন প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে গালিব গবেষকদের মধ্যে পুষ্পিত মুখোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট গবেষক, গালিবের চিঠিপত্র, জীবনী, গালিব সংক্রান্ত বাংলা অনুবাদ করেছেন তিনি। পুষ্পিত মুখোপাধ্যায় রচিত গালিব সংক্রান্ত বইগুলি— 'মির্জা গালিবের চিঠি' (১৯৮০), 'গালিবের স্মৃতি' (২০০১) এই বইটি গালিব শিষ্য মৌলানা আলতাফ হুসেন হালির 'য়্যাদগারেগালিব' বইটির অনুবাদ, 'গালিব পত্রাবলি' (২০১৫), 'গালিবনামা' (২০১৬), 'মির্জা গালিব কথা' (২০২১), 'গালিবের পত্রগুচ্ছ' (২০২২)। এই বইগুলি ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি মির্জা গালিব সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এছাড়া সাহিত্য আকাদেমি কৃত ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা সিরিজের অন্তর্গত এম. মুজিব রচিত 'গালিব' বইটির বাংলা অনুবাদ করেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে একই শিরোনামে। পবন কুমার ভার্মা রচিত 'GHALIB: The Man, The Time' বইটির বাংলা অনুবাদ করেন মন্দার মুখোপাধ্যায় 'মির্জা গালিব ও তাঁর সময়' শিরোনামে ২০০৬ সালে। এছাড়া গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত রচিত 'মির্জা গালিব' (১৯৬৬) বইটি গালিবের জীবনী গ্রন্থ, সঞ্চারী সেনের 'মির্জা গালিব' (২০০৭) শিরোনামে বইটিতে গালিবের জীবনীর সঙ্গে রয়েছে মির্জা গালিব রচিত দিনলিপি 'দস্তাম্বু'-র কিছু অংশ। এছাড়া বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'গালিব শতক' বইটিও স্মরণীয়। গালিব গবেষক জাভেদ হুসেনের 'মির্জা গালিবের সাথে আরও কয়েকজন' (২০২১) বইটিও বিশিষ্টতার দাবি রাখে, এই বইটিতে মির্জা গালিবের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা, স্মৃতিকথার সঙ্গে উর্দু সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ আলোচনা আছে। প্রসঙ্গত, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভুতুড়ে মোলাকাত' (২০০৪) বইটিতে মির্জা গালিবকে নিয়ে একটি রচনা আছে। এই বইগুলি ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকায় অরুণ সেন, শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমল সেন, সুধীর গুপ্ত, রবিশংকর বল, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, কমল চৌধুরী প্রভৃতি বিদ্বজনের রচিত প্রবন্ধ বাংলায় মির্জা গালিব-চর্চার বিশিষ্ট উদাহরণ।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 268 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলাভাষা ও সাহিত্যে প্রবন্ধ, অনুবাদ, জীবনীমূলক গালিব-চর্চার পাশাপাশি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাংলা কথাসাহিত্যে মির্জা গালিবের উপস্থিতি। কখনও কেন্দ্র হয়ে কখনও-বা অংশ হয়ে মির্জা গালিবকে বাংলা কথাসাহিত্যে নিয়ে এসেছেন বাংলা কথাসাহিত্যিকেরা। বাংলা উপন্যাসের ধারায়— যুথিকা তলাপাত্র রচিত 'আতিশ-এ-গালিব' (১৯৯০), রবিশংকর বল রচিত 'দোজখনামা' (২০১০), সেলিনা হোসেন রচিত 'যুমনা নদীর মুশায়ারা' (২০১১), শামীম আহমেদ রচিত 'কলকাতায় গালিব' (২০১৮), ড. মুকিদ চৌধুরী রচিত 'গালিব কিংবা আসাদ' (২০২২), জাভেদ হুসেন রচিত 'মির্জা গালিবের সঙ্গে দেখা' (২০২৪), মোস্তাক শরীফ রচিত 'মির্জা গালিব' (২০২৪)। উক্ত উপন্যাসগুলির কেন্দ্রে কবি মির্জা গালিব, তাঁকে তার জীবন, কাব্য, দর্শন, সমকাল ঘিরেই উপন্যাসের কাহিনি। এছাড়া প্রমথনাথ বিশীর 'লালকেল্লা' (১৯৬৪) উপন্যাসটির উল্লেখ প্রয়োজন, উপন্যাসের কাহিনি মুঘল আমলের শেষ লগ্ন, সেই সূত্র ধরেই উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট চরিত্র হয়ে উঠেছেন কবি মির্জা গালিব। অভিষেক সরকারের 'দাস্তানগোই' (২০১৭) উপন্যাসটিতেও মির্জা গালিব প্রসঙ্গের দেখা মেলে, এই উপন্যাসটির সময়কাল বিশ শতকের শেষ থেকে একবিংশ শতকের শুরু, উপন্যাসের কোনও চরিত্রও নন গালিব অথচ কেন্দ্রীয় চরিত্র থেকে অন্যান্য চরিত্র একাধিক বার স্মরণ করছেন গালিবের কবিতার, জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে মনে করছেন গালিবের জীবনের দুঃখের কথা। আবার রবিশংকর বলের 'ছায়াপুতুলের খেলা' (২০০৮) উপন্যাসটির একটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে মির্জা গালিবের চিঠি। এছাড়াও রবিশংকর বলের কিছু ছোটগল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছেন মির্জা গালিব।

এখন প্রশ্ন বাংলা উপন্যাসে বা গল্পে মির্জা গালিবের উপস্থিতির কারন কী? বস্তুত, সাহিত্যের অঙ্গনে উপন্যাস শিল্প অন্যান্য সাহিত্য অপেক্ষা নবীনতর শিল্প। ব্রিটিশ শাসনের হাত ধরে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যে ধারা তৈরি হল সেই ধারার পথেই উপন্যাস ও পরবর্তীতে ছোটগল্পের আবির্ভাব। বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে স্বাভাবিক ভাবেই পাশ্চাত্যের বিন্যাসের উপর ভিত্তি করেই লেখা হয়। প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ আসার বহু পূর্বে প্রাচীন সময় থেকেই আমাদের নিজস্ব গল্প বলার রীতি-সংস্কৃতি ছিল। সেই রীতির বা গল্প বলার আদব কায়দার সঙ্গে পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত উপন্যাস বা ছোটগল্প লেখার বিন্যাসের পার্থক্য স্বাভাবিক। যাইহোক পাশ্চাত্য রীতিতে বাংলা উপন্যাসের রচনা শুরু হলেও তার গল্পগুলি ছিল অবশ্যই দেশীয় ও দেশীয় মানুষের। সে মানুষ কখনও সামাজিক কখনও-বা ঐতিহাসিক। এমনি করেই চলতে চলতে বাংলা উপন্যাসের ধারা ১৬০ বছর পার করেছে, সময়ের চাহিদায় যেমন বদলেছে উপন্যাসের বিষয় আশয়, তেমনই গল্প বলার বিন্যাস গেছে ভেঙে। ঔপন্যাসিকেরা বেছে নিয়েছেন নিজের মতন রীতি। এসবের মধ্যে দিয়েই ঔপন্যাসিকেরা বলে গেছেন নিজেদের যাপন, মনন, দর্শনের কথা। ঐতিহ্যপূর্ণ বাংলা উপন্যাসে মির্জা গালিবের মতো ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক প্রয়োজনে নয়।

বাংলা উপন্যাসে মির্জা গালিব প্রসঙ্গের সন্ধানে প্রথমে দুটি প্রাথমিক ভাগ করা যায়। প্রথমত, মির্জা গালিব সম্পর্কিত কারণগুলি। দ্বিতীয়ত, লেখকের দৃষ্টিকোণ ও দর্শন।

মির্জা গালিবের পরিচয়েই অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলা উপন্যাসে তাঁর সংযোজনের কারণগুলি। প্রথমত, মির্জা গালিব ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের মানুষ। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ জাতির ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, সেই অধ্যায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত মির্জার যাপন। ভেঙে পড়া মোগল শাসন, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ, ইংরেজদের শাসক পদে অধিষ্ঠান, এমনকী নবজাগরণের নতুন আলোক এই সবকিছুর সাক্ষী মির্জা গালিব, তাঁর জীবন কাহিনি জড়িয়ে আছে সেই ইতিহাসের সঙ্গে। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি স্বাভাবিক। যেমন উঠে এসেছেন প্রমথনাথ বিশীর 'লালকেল্লা' উপন্যাসে। অপরদিকে মির্জা গালিবের কথা বলতে গিয়ে রবিশংকর বলের 'দোজখনামা' উপন্যাসে উঠে আসছে সিপাহী বিদ্রোহের মর্মান্তিক ইতিহাস, আবার শামীম আহমেদের 'কলকাতায় গালিব' উপন্যাসে গালিবের চোখ দিয়েই দেখি আগত নবজাগরণের ছটা।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সাহিত্যের ধারায় তথা উর্দু সাহিত্যের ধারায় মির্জা গালিব বনস্পতির মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর অসমান্য কাব্য, শের, শায়েরি, গজল, চিঠিপত্র, গদ্য ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। মির্জা গালিবের কাব্যের আবেদন আজও পাঠকের হৃদয় আন্দোলিত করে তোলে। মির্জা গালিবের শায়েরি যেমন প্রেমের তেমনই মানুষের। যে সাহিত্য শাশ্বত মানুষ তাকে চিরকাল অনুভবে খুঁজে নেয়, মির্জা গালিবের কাব্য তেমনই চিরকালীন। 'দাস্তানগোই' উপন্যাসে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 268 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাই দেখতে পাই দুঃখে, ভালবাসায় খুঁজে নিচ্ছে গালিবের শায়েরি, নিজের কথা অবস্থান বোঝাতে আবৃত্তি করছে গালিবের শায়েরি, জীবনযুদ্ধে জিততে মনে করছে গালিবের গজল। 'আতিশ-এ-গালিব' উপন্যাসটি তো কবি গালিবে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়ানোর আখ্যান।

তৃতীয়ত, মির্জা গালিবের জীবনের বর্ণময়তা। মির্জা গালিব যেমন কবি হিসাবে প্রসিদ্ধ তেমনই সমকালে মদ্যাসক্তর জন্যও কম সমলোচিত হননি। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী মদ্যপান করা নিষিদ্ধ, অথচ সারাজীবন মির্জা মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে পারেননি। সিপাহী বিদ্রোহ ও তৎপরবর্তী তীব্র অশান্ত সময়ে প্রবল অর্থাভাবের মধ্যেও তিনি মদ্যপান করে গেছেন। এই মদ্যপান করার জন্য নিজেকে পরিচয় দিতেন 'হাফ মুসলমান' বলে। আবার মির্জা গালিবের প্রেমিক সত্তার দিকটিও সুপ্রসিদ্ধ। মির্জার বৈবাহিক জীবন কখনোই সুখের ছিল না, সেখানে প্রেম নামক অনুভূতির জায়গা ছিল বললেই চলে। কিন্তু মির্জার তওয়ায়েফ প্রেমের গল্প তাঁর সৃষ্টির পাঠক মাত্রই জানেন। যখন জগৎ সংসারে ধিক্কার পেয়েছেন তিনি প্রেম খুঁজে পেয়েছিলেন তওয়ায়েফ মহলে। 'ডোমিনী' নামক তওয়ায়েফের সঙ্গে তাঁর হৃদয় সম্পর্ক ও কাব্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠা গালিব নিজেও বহুবার স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত, মোগল শাসনের শেষ লগ্নে দিল্লিতে তওয়ায়েফ সংস্কৃতি বেড়ে উঠেছিল। অভিজাতদের তওয়ায়েফ কোঠিতে গিয়ে মদ্যপান ও গান-বাজনা মেতে থাকা প্রচলিত ছিল। এই তওয়ায়েফ শ্রেণিরমধ্যে গুণী গায়িকার সন্ধান মেলে। 'গালিব কিংবা আসাদ' উপন্যাসটিতে মির্জা ও এক গায়িকার প্রেমের সম্পর্ক কল্পিত কাহিনি, যদিও এই উপন্যাসের কিছু অংশ পূর্বসূরি কয়েকটি উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে কোনওরকম স্বীকৃতি ছাড়াই। 'কলকাতায় গালিব' উপন্যাসে কলকাতায় এসে তওয়ায়েফ ঘরে রাত কাটানো বা মুহিমিন জানের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্কের কথা উল্লেখ্য।

অথচ, এই বর্ণময়তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে মির্জা গালিবের জীবনের ট্রাজেডি। অল্প বয়সে অনাথ হয়ে পড়া, শৈশবের চারণক্ষেত্র থেকে বাধ্য হয়ে চলে আসা, অসুখী বৈবাহিক জীবন, পরপর ছয়বার সন্তানহারা হওয়া, কবি হিসাবে মর্যাদা না পাওয়া, আজীবনের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রভৃতি দুঃখময়তায় গালিব ছিলেন জর্জরিত। কিন্তু এসবের মধ্যে দিয়েও সৃষ্টি করেছেন কালজয়ী কাব্য-কবিতা। একজন শিল্পীর জীবনের ট্রাজেডি শিল্পকে অনেকসময় তরান্বিত করে। ভ্যান গঘ, সিলভিয়া প্ল্যাথ, পাবলো পিকাসো, ভোল্‌ফগাংক্ আমাডেয়ুস মোৎসার্ট, ডাবলিউ.বি.ইয়েটস, অস্কার ওয়াইল্ড, জীবনানন্দ দাশ এমন অনেক শিল্পী সাহিত্যিকদের কথা উল্লেখ করা যায় যারা জীবনের অসীম দুঃখ, যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই খুঁজে সৃষ্টির সুখ। আর শিল্পী জীবনের দুঃখের মাঝে এই সৃষ্টির আলাপ আরেকজন শিল্পীকে ভাবাবে স্বাভাবিক। 'দোজখনামা' উপন্যাসে গালিবের জীবনের যন্ত্রণার ইতিহাস যেন খুঁজে চলেন লেখক।

উক্ত কারণগুলি মির্জা গালিবকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে, এই কারণগুলির ভরকেন্দ্র মির্জা গালিব স্বয়ং। এবার বাংলা উপন্যাসে মির্জা গালিবের সংযোজনের প্রাসঙ্গিকতা লেখকের দৃষ্টিকোণ ও দর্শন থেকেও দেখা যাক।

একজন সাহিত্যিক যখন সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তখন সেই সৃষ্ট শিল্পের পেছনে স্রষ্টার মনন, দর্শন, যাপন, কল্পনা অবশ্যই থাকে। উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসের গঠনশৈলী থেকে চরিত্রের ক্রমবিকাশ সব কিছুই লেখকের চিন্তার উপর নির্ভর করে। লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ্য সেটি হল উপন্যাসের গঠনশৈলী। পূর্বে বলেছিলাম পাশ্চাত্য আমাদানিকৃত বিন্যাস ছাড়াও আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী কিছু গল্প বলার রীতি ছিল। যে রীতিগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা বহুকাল যাবৎ মুখে মুখে বিভিন্ন কাহিনি শুনে আসছি। দেশীয় এই কাহিনির একটি বিশেষ ভাগ হল দস্তান, এই দস্তান বলার একটি বিশেষ রীতিও আছে এবং সেই রীতিটি নির্ভেজাল দেশীয়। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে পথে পথে কিছু মানুষ এই দস্তান শোনাত, দস্তানগুলির বিষয়ের চমৎকারিত্ব থাকত, মিশে থাকত দস্তানগোইয়ের কল্পনা, বিষয়ের মধ্যে পুরাণ, কোরান ভিত্তিক কল্পকথা, কখনও আরব্য রজনী জাতীয় গল্প। মূলত বিস্ময় জাগানো কল্পকথার মধ্যে মানুষের কথায় বড় হত দস্তানে। এইসব দস্তানের না থাকত নির্দিষ্ট আদি না থাকত নির্দিষ্ট অন্ত। এই দস্তানের বিন্যাসে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে একটি বড় উপাদান হয়ে ওঠে মির্জা গালিবের জীবন। 'দোজখনামা' উপন্যাসে লেখক রবিশংকর বল এমনই এক যন্ত্রণার দস্তান রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন।

পরবর্তী কারণ সন্ধানে যে কারণটির উল্লেখ করব সেটি পূর্বের কারণের সঙ্গে কিছুটা সম্পৃক্ত হলেও লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কারণ। একজন বাংলাভাষী ঔপন্যাসিক উর্দুভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যদি আকর্ষণ বোধ

করেন এবং উর্দু সাহিত্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েন ক্রমশ, অবধারিত ভাবেই মির্জা গালিব সেই লেখকের কাছে একটি বিশেষ জায়গা করে নেবেন। এই প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'দোজখনামা' রচনাকার রবিশংকর বলের ক্ষেত্রে। 'দোজখনামা' পূর্ববর্তী সময়ে উর্দু সাহিত্য নিয়ে রবিশংকর বলের তীব্র আগ্রহ, উর্দু সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখনী উঠে আসে তাঁর গদ্য প্রবন্ধে। সেইসব গদ্য, প্রবন্ধ পাঠে আমাদের ধারণা জন্মায় 'দোজখনামা'-র রচনা অবধারিত ছিল। 'যমুনা নদীর মুশায়ারা' উপন্যাসের ভূমিকা অংশে লেখিকার গালিব প্রীতির স্বীকারোক্তি ও উপন্যাস রচনার জন্য সেই কারণকে দায়ী করার মধ্যে উর্দু সাহিত্যের প্রতি প্রীতির ইঙ্গিতও মেলে।

সর্বশেষ যে কারণটি উল্লেখ করতে হয় সেটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণও বটে। প্রত্যেক রচনার পিছনে থাকে রচনাকারের দর্শন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় লেখকের সেই দর্শন কোনও চরিত্রের দর্শন হয়ে উঠছে আবার কখনও-বা ঐতিহাসিক ব্যক্তির উপন্যাসে আননয়ন হচ্ছে ওই দর্শনের জন্য। একজন লেখক রচনার মধ্যে দিয়ে, চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নিজস্ব দর্শন স্পষ্ট করেন। মির্জা গালিবকে সম্পূর্ণ তাঁর জীবনী তথ্যের ভিত্তিতে উপন্যাসগুলিতে প্রকাশ করলে উপন্যাসগুলির স্বাতন্ত্র্যতা পরিলক্ষিত হত না। মির্জা গালিব কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির মির্জা গালিবকে পাশাপাশি রাখলে আমরা দেখব ব্যক্তি মির্জার অবয়ব হয়ত একই আছে কিন্তু চিন্তনে মননে লেখকের দর্শনে পুষ্ট হয়েছেন তিনি। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে সেলিনা হোসেনের 'যমুনা নদীর মুশায়ারা'-র গালিবের ভাষার প্রতি ভালবাসার তীব্রতা অনেকাংশে খুঁজে পাব না 'দোজখনামা'-র গালিবের মধ্যে। আবার 'কলকাতায় গালিব' উপন্যাসের মধ্যে গালিবের যে সুফি দর্শন দেখি সে অনেকটা লেখকের সুফি দর্শন বোধহয়, প্রাচীন বাংলার সুফি সাধকের সঙ্গে গালিবের দেখা হওয়া বাংলার প্রাচীন সুফি ঐতিহ্য খুঁজে ফেরার দর্শন বোঝা যায়। 'দোজখনামা' উপন্যাসে যে শিল্পী গালিবকে আমরা খুঁজে পাব সেটা অন্যান্য উপন্যাসে অনুপস্থিত, রবিশংকর বল যে শৈল্পিক চেতনায় বিশ্বাসী 'দোজখনামা'-র গালিবের গায়ে সেই ছোঁয়াচ লেগে আছে। এভাবেই মির্জা গালিব বাংলা উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন।

Reference:

১. জাভেদ হুসেন, *মির্জা গালিবের গজল,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৮৫
২. মৌলানা আলতফ হুসেন হালি, অনুবাদ: পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়, *গালিবের স্মৃতি,* সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ. ১৪
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৮
৫. পবন কুমার ভার্মা, *মির্জা গালিব ও তাঁর সময়,* অনুবাদ: মন্দার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, প্রথম সংশোধিত সংস্করণ ২০১৬, পৃ. ৩৫
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১
৭. মৌলানা আলতফ হুসেন হালি, অনুবাদ: পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়, *গালিবের স্মৃতি,* সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ. ১২
৮. সপ্তর্ষারী সেন, *মির্জা গালিব,* উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২৯
৯. এম. মুজিব, অনুবাদ: মণিভূষণ ভট্টাচার্য, *গালিব,* সাহিত্য অকাদেমি, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৯, পৃ. ২০
১০. বক্তব্যের আন্তর্জালিক সূত্র: *https://www.bustle.com/* (সময়, ist: রাত ১১.৪০, তারিখ: ২৪/১২/২০২৩.
১১. সপ্তর্ষারী সেন, *মির্জা গালিব,* উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩৬

Bibliography:

অজিত রায়, *বিষয় গজল,* ইতিকথা পাবলিকেশন, চাঁদপাড়া, প্রথম প্রকাশ ২০২১
আবু সয়ীদ আইয়ুব, *গালিবের গজল থেকে,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্দশ সংস্করণ নভেম্বর ২০১৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 268 - 275
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জ্যোতিভূষণ চাকি ও শঙ্খ ঘোষ (সম্পাদনা), *গালিব: নির্বাচিত কবিতা,* সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৫

জাভেদ হুসেন, *মির্জা গালিবের গজল,* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২০

তৌহিদ হোসেন, *উর্দু কাব্যের ভুবন,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১

পরিমল ভট্টাচার্য (অনুষঙ্গ, অনুবাদ), *যন্ত্রণার উত্তরাধিকার,* অবভাস, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ অগাস্ট ২০১৬

পবন কুমার ভার্মা, *মির্জা গালিব ও তাঁর সময়,* অনুবাদ: মন্দার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, প্রথম সংশোধিত সংস্করণ ২০১৬

পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়, *উর্দু সাহিত্যের নানা দিগন্ত,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ২০২২

পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়, *গালিবনামা,* বাঙলার মুখ প্রকাশন, কলকাতা, মে ২০১৬

পুষ্পিত মুখোপাধ্যায় (রচনা-আনুবাদ-সংকলন), *মির্জা গালিব কথা,* প্রাচ্য পাশ্চাত্য, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০২১

পুষ্পিত মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ), *গালিব পত্রাবলি,* প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫

পুষ্পিত মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ), *গালিবের পত্রগুচ্ছ,* ভাষা সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২

বিনয় ঘোষ, *বাদশাহী আমল,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, আগস্ট ২০২০

মৌলানা আলতফ হুসেন হালি, অনুবাদ: পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়, *গালিবের স্মৃতি,* সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৯

রবিশংকর বল, *গদ্যসংগ্রহ ১,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২২

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও আয়ান রশীদ (অনুবাদ), *গালিবের কবিতা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৭

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পার্টিশন ও তারপর,* অনুবাদ: কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৬

সাধন দাশগুপ্ত, *মির্জা গালিব,* সমতট প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাতা পুস্তক মেলা ১৯৯৩

সঞ্চারী সেন, *মির্জা গালিব,* উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৮

Ralph Russell and Khurshid Islam (Transleted And Edited), *GHALIB: Life and Letters*, Oxford University Press, New Delhi, Reprinted Oxford India Paperbacks 1994